(ঙ) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়
জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম থেকে ঠাণ্ডা লড়াই সংঘাত

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘব্যাপী ও উল্লেখযোগ্য সংঘাতের কেন্দ্রস্থল হ'ল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভিয়েতনাম যুদ্ধ,—যা বিশ্বরাজনীতির প্রতীকী সংঘর্ষ বলে পরিচিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তৃতীয় বিশ্বের উপনিবেশবাদ-বিরোধী সংগ্রামের এক গৌরবোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ভিয়েতনামের সশস্ত্র সংঘর্ষ, অন্যদিকে ইন্দো-চীন উপদ্বীপ ঠাণ্ডা লড়াই রাজনীতির অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয়েছিল। তাই ভিয়েতনাম সংগ্রাম উপনিবেশ-বিরোধী জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম ও ঠাণ্ডা লড়াই সংঘাত এই দুইয়ের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করেছিল।

ভিয়েতনাম-সংকটের মূলে তিনটি সুস্পষ্ট উপাদান পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত, উনিশ শতক থেকেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সমগ্র ইন্দো-চীন উপদ্বীপ ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়। উনিশ শতকে তৃতীয় নেপোলিয়নের শাসনকালেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণ শুরু হয়। এই ইন্দো-চীন উপদ্বীপের তিনটি পৃথক আঞ্চলিক বিভাজন ছিল—আন্নাম, টংকিং ও কোচিন চীন। এই অঞ্চলের জনগণ জাতিগত দিক থেকে চীনের সমগোত্রীয় ছিল অন্যদিকে সাংস্কৃতিক দিক থেকে তারা বৃহত্তর ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য দ্বারা প্রভাবিত ছিল। দ্বিতীয়ত, ইন্দো-চীন উপদ্বীপে ক্রমশ ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ ও তার অনুগামী ভিয়েতনামের সামন্ততান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে

তিনটি উপাদান

ভিয়েতনামে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা হয়। কিন্তু ভিয়েতনামের জাতীয় সংগ্রাম প্রথমে ছিল বিক্ষিপ্ত এবং গণভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। এই অবস্থায় একদিকে যেমন বিশ্বের বৃহত্তর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ভিয়েতনামের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে গ্রোথিত করার প্রচেষ্টা শুরু হয়, অন্যদিকে শ্রমিক ও কৃষিজীবী মানুষকে সংগঠিত করে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন পরিচালিত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হ'ল। এই প্রচেষ্টার মুখ্য প্রবক্তা ছিলেন নগুয়েন আই কুয়োক যিনি হো-চি-মিন নামে পরিচিতি লাভ করেন। হো-চি-মিন মার্কসীয় মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিক ও সাম্যবাদী আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপন করেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর উদ্যোগে ভিয়েতনাম ওয়ার্কার্স পার্টি (পরে ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টি নামে পরিচিত) গঠিত হয়। হো-চি-মিন কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের কার্যকলাপ শুরু করেন। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি "লীগ ফর দি ইণ্ডিপেণ্ডস ইন ভিয়েতনাম" নামে জাতীয়তাবাদী সংগঠন গড়ে তোলেন। এই সংগঠনের সংক্ষেপিত নাম 'ভিয়েতমিন'। ভিয়েতনাম সংকটের চতুর্থ শেষ উপাদান হ'ল ঠাণ্ডা লড়াই রাজনীতির উন্মেষ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর চীনে কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সাম্যবাদের প্রসারের অনুকূল পরিবেশ রচনা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাই ভিয়েতনামে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে পরিচালিত জাতীয় আন্দোলনকে সুনজরে দেখে নি এবং ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের অবসানের পর 'শূন্যতার তত্ত্ব' অনুসরণ করে অনুপ্রবেশ নীতি গ্রহণ করে এবং এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের অবতারণা হয়।

দুটি পর্যায়

ভিয়েতনামের সংকট-এর ধারাপ্রবাহকে দু'টি সুস্পষ্ট পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। প্রথম পর্যায়ে (১৯৪৫-৫৪ খ্রীঃ) এই সংগ্রাম ছিল ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভিয়েতনাম জাতীয়তাবাদের মুক্তি সংগ্রাম। দ্বিতীয় পর্যায়ে (১৯৫৬-১৯৭৫ খ্রীঃ) ভিয়েতনামে মার্কিন হস্তক্ষেপের ফলে এই সংকট এক জটিল ঠাণ্ডা লড়াই যুদ্ধে রূপান্তরিত হয়।

প্রথম পর্যায় (১৯৪৫-১৯৫৪ খ্রীঃ) : ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে জার্মান আক্রমণে ফ্রান্স পরাজিত হয়। এদিকে ইওরোপীয় যুদ্ধের সুযোগে জাপান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিস্তার নীতি গ্রহণ করে এবং সমগ্র ইন্দোচীনে জাপানী আধিপত্য স্থাপিত হয়। ইতিমধ্যে হো-চি-মিনের নেতৃত্বে ভিয়েতনাম বাহিনী জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থান শুরু করে এবং ভিয়েতনামের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে। এদিকে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের আত্মসমর্পণের প্রাক্কালে পোটস্‌ডাম সম্মেলনে (জুলাই, ১৯৪৫ খ্রীঃ) সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'ল যে জাপানের অপসারণের পর উত্তরাঞ্চলে জাতীয়তাবাদী কুয়ো-মিং-তাং চীন ও দক্ষিণে ব্রিটেন দায়িত্বভার গ্রহণ করবে। এদিকে হো-চি-মিনের নেতৃত্বে ভিয়েতনাম মুক্তিবাহিনী হ্যানয়ে প্রবেশ করে (২৯শে আগস্ট, ১৯৪৫ খ্রীঃ) এবং ২রা সেপ্টেম্বর হো-চি-মিনের নেতৃত্বে অস্থায়ী গণতান্ত্রিক সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

এদিকে ব্রিটিশ ও চীনা সামরিক বাহিনী ভিয়েতনাম থেকে সরে গেলে ফ্রান্স পুনরায় ভিয়েতনামে আধিপত্য কায়েম করতে অগ্রসর হয়। কিন্তু হো-চি-মিন ভিয়েতনামে ফরাসী ঔপনিবেশিক শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। একথা সত্য, ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চে ফ্রান্স ভিয়েতমিনের সঙ্গে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হয় এবং হো-চি-মিনের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে ইন্দো-চীন ফেডারেশন ও ফরাসী ইউনিয়নের অংশ রূপে স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু এই চুক্তি সত্ত্বেও ফ্রান্স নিজ ক্ষমতা সুদৃঢ় করতে উদ্যত হয়। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বরে ফ্রান্স হাইফং-এ বোমা বর্ষণ করে এবং এতে ৬০০০ বে-সামরিক

ভিয়েতনামবাসী নিহত হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আট বছর ব্যাপী সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হয়।

ফ্রান্সের ভূমিকা সামরিক ও কূটনৈতিক

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ফ্রান্সের সঙ্গে ভিয়েতমিন বাহিনীর মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে ফ্রান্সের ভূমিকার দু'টি দিক লক্ষ্য করা যায়—সামরিক ও কূটনৈতিক। ধারাবাহিক যুদ্ধে ফরাসী সরকার কয়েকটি শহরের ওপর নিজের দখল বজায় রাখতে সক্ষম হ'লেও গ্রামাঞ্চলে ভিয়েতমিন বাহিনীর প্রভাব দ্রুততালে বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু প্রারম্ভিক তিন বছর (১৯৪৬-৪৯ খ্রীঃ) কয়েকটি সামরিক অভিযানের ব্যর্থতার ফলে ফরাসীরা বুঝতে পারল যে শুধুমাত্র সামরিক ব্যবস্থার দ্বারা ভিয়েতনামে কোন রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। ভিয়েতমিনের সাফল্যের পেছনে ভিয়েতনামের জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন বুঝতে পেরে ফরাসী সরকার ভিয়েতনামবাসীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য একটি কৌশল অবলম্বন করল। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স সম্রাট বাও দাইয়ের নেতৃত্বে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী ভিয়েতনাম সরকার গঠন করে। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে এক চুক্তির মাধ্যমে বাও দাইয়ের 'ভিয়েতনাম রাষ্ট্র'কে 'ফরাসী ইউনিয়নের' অভ্যন্তরে স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। কিন্তু এই স্বাধীনতার আবরণ ছিল প্রহসন মাত্র কারণ বাও দাইয়ের সরকার ছিল কার্যক্ষেত্রে ফরাসী সরকারের ওপর নির্ভরশীল। যাহোক ফ্রান্সের মিত্রদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও আরোও কয়েকটি রাষ্ট্র এই রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়েছিল (ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০ খ্রীঃ)। ভারতবর্ষ প্রথমদিকে ভিয়েতনাম সংকটে কিছুটা নিরাসক্ত মনোভাব গ্রহণ করেছিল। তাই হো-চি-মিন ও বাও দাই কোন পক্ষকেই স্বীকৃতি জানায় নি, নেহরুর অভিমত হ'ল যদিও তিনি হো-চি-মিন -এর সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন, কিন্তু কোন পক্ষকে সমর্থন জানালে ভারত অহেতুক ইন্দো-চীন রাজনীতির আবর্তে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়বে—(মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে নেহরুর লিখিত পত্র ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০ খ্রীঃ)।

মার্কিন নীতির রূপান্তর

ভিয়েতনাম সংকটের প্রথম পর্যায়ের শুরুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোন সক্রিয় হস্তক্ষেপনীতি গ্রহণ করে নি। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষভাগে মার্কিন রাষ্ট্রপতি এশিয়াতে পাশ্চাত্য ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছিলেন এবং ইন্দো-চীন উপদ্বীপকে একটি আন্তর্জাতিক পরিচালক সংস্থা (Trusteeship)-র হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলেন। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে রুজভেল্ট মনেপ্রাণে স্বাধীনতাপ্রিয় ছিলেন এবং আতলান্টিক সনদের প্রতিশ্রুতি পালনে সংকল্পবদ্ধ ছিলেন। এর বিপরীতে বলা হয়েছে যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে তিনি মার্কিন অর্থনৈতিক অনুপ্রবেশের পথ প্রশস্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু চল্লিশের দশকের শেষ প্রান্তে (১৯৪৫-৫০ খ্রীঃ) ভিয়েতনাম ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সম্পর্কে মার্কিন নীতিতে মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হয়। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান সাম্যবাদ-বিরোধী যে প্রতিরোধমূলক নীতি গ্রহণ করেন তার পরিপ্রেক্ষিতে ভিয়েতনামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে নিরপেক্ষতা ও নিস্পৃহ মনোভাব বজায় রাখা সম্ভব হ'ল না। প্রথমত, হো-চি-মিনের নেতৃত্বে সাম্যবাদীরা ভিয়েতনাম জাতীয় আন্দোলনে মুখ্য পরিচালক হওয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামের মুক্তি আন্দোলনকে সাম্যবাদী আন্দোলনের সমগোত্রীয় বলে মনে করতে লাগল। দ্বিতীয়ত, ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে মাও-সে-তুং-এর নেতৃত্বে চীনে সাম্যবাদী বিপ্লব জয়যুক্ত হওয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনে এই আশঙ্কা সৃষ্টি হ'ল যে চীন ও রাশিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রভাব প্রসারিত করার জন্য ভিয়েতনাম সংগ্রামে সমর্থন জানাবে। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্সকে সমর্থন জানাতে তৎপর হ'ল।

(অবশ্য ১৯৪০ থেকে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সচেতনভাবে ফ্রান্সের স্বপক্ষে

হস্তক্ষেপ নীতি গ্রহণ করলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম প্রত্যক্ষভাবে সশস্ত্র হস্তক্ষেপ নীতি গ্রহণ করে নি। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্সের অনুগত বাও দাই সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। এর কয়েক মাস পরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ঘোষণা করলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্সকে প্রয়োজনীয় সামরিক ও আর্থিক সাহায্য দেবে। ঐতিহাসিক ডেভিড হরোউইজ-এর অভিমত হ'ল মার্কিন সাহায্যব্যতীত ফ্রান্সের পক্ষে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভিয়েতনামে সংঘর্ষ অব্যাহত রাখা সম্ভব হ'ত না। কেননা সংখ্যার দিক থেকে ফ্রান্সের চেয়ে ভিয়েতমিনদের সৈন্যের পরিমাণ ছিল বেশী। এছাড়া ফরাসীদের কোন জনসমর্থন ছিল না—মুষ্টিমেয় প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ত সম্প্রদায়, বণিক্ ও আমলা গোষ্ঠী ফরাসীদের প্রতি অনুগত ছিল।

মার্কিন সাহায্য

ফরাসী সামরিক কার্যকলাপ নির্বাহের জন্য মার্কিন অর্থ সাহায্য আবশ্যিক হয়ে উঠেছিল। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের মার্কিন সাহায্যের পরিমাণ ছিল ১৫০ মিলিয়ন ডলার, ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তা গিয়ে পৌঁছয় ১০০০ মিলিয়ন ডলারে। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ভিয়েতনামে ফরাসী অর্থব্যয়ের শতকরা আশি ভাগ বহন করেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু মার্কিন সাহায্য সত্ত্বেও ফরাসী প্রতিরোধ ক্রমশ ভেঙে পড়েছিল। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগ থেকে ফরাসী বাহিনীকে পৌনঃপুনিক পরাজয় স্বীকার করতে হয়। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে হ্যানয় ও হাইফং-এর গুরুত্বপূর্ণ বন্দীপ ফ্রান্সের হাতছাড়া হয়ে যায়।

পরিস্থিতি ফ্রান্সের পক্ষে বে-সামাল হওয়া সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যক্ষ সক্রিয় হস্তক্ষেপ নীতি গ্রহণ থেকে বিরত থাকে। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মার্চ ফরাসী বাহিনীর জেনারেল পল ক্লাই ফরাসী সেনাবাহিনীর দুর্ভেদ্য দুর্গ দিয়েন বিয়েন ফু-তে অবস্থিত ৪০,০০০ ফরাসী সেনার নিরাপত্তা রক্ষার জন্য মার্কিন রাষ্ট্রপতি আইজেনহাওয়ারের কাছে আবেদন করেন। যদিও উপ-রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিকসন ও মার্কিন যৌথ সেনাবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল র‍্যাডফোর্ড মার্কিন হস্তক্ষেপের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু রাষ্ট্রপতি আইজেনহাওয়ার ও জেনারেল রিজওয়ে কোরিয়ার যুদ্ধের দুর্ভাগ্যজনক অভিজ্ঞতার নিরিখে কোন ঝুঁকি নিতে রাজী হলেন না।

এরপর শুরু হ'ল শেষ লড়াই। ভিয়েতমিন সেনানায়ক জেনারেল গিয়াপের নেতৃত্বে ভিয়েতনাম বাহিনী ফরাসী দুর্গ 'দিয়েন বিয়েন ফু'র ওপর চূড়ান্ত আঘাত হানতে অগ্রসর হ'ল (১৩ই মার্চ, ১৯৫৪ খ্রীঃ)। ফরাসী সেনাপতি নাভারে ভেবেছিলেন সম্মুখ যুদ্ধে ভিয়েতমিন বাহিনী বিধ্বস্ত হয়ে পড়বে। কিন্তু ভিয়েতমিন মুক্তি বাহিনী তিন পর্বে এই দুর্গে আক্রমণ চালায়। ২৪শে এপ্রিল বিধ্বংসী যুদ্ধ চলার পর ফরাসী বাহিনী চূড়ান্ত পরাজয় বরণ করে। ৭ই মে ফরাসী সেনাপতি ভিয়েতনাম সেনাপতি গিয়াপের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

দিয়েন বিয়েন ফু-র পতন

আট বছরব্যাপী ভিয়েতনাম যুদ্ধে ফ্রান্সকে প্রচণ্ড মূল্য দিতে হয়। মোট ৯২,০০০ ফরাসী সৈন্য নিহত হয়, আহত হয় ১,১৪,০০০। দিয়েন বিয়েন ফু-তে ১৫,০০০ ফরাসী সৈন্য অবরুদ্ধ হয়।

জেনেভা সম্মেলন ও তার ব্যর্থতা ঃ দিয়েন বিয়েন ফু-তে শোচনীয় পরাজয়ের পর যুদ্ধ থেকে শান্তির পথে ঘটনাপ্রবাহ বইতে থাকে। দু'টি কারণে ফ্রান্স আর যুদ্ধ চালাতে রাজী হ'ল না। প্রথমত, সামরিক বিপর্যয়ের ফলে ফ্রান্স সম্মানজনক ভাবে ভিয়েতনাম থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিতে চাইল। দ্বিতীয়ত, এই সময় ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধিত হয়। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের জুনের শেষ দিকে পিয়ের-মেণ্ডেস ফ্রাঁস ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনি যুদ্ধনীতির ঘোরতর বিরোধী ছিলেন এবং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ইন্দো-

চীন সমস্যার সমাধানে আগ্রহী হলেন। মেণ্ডেস ফ্রাঁস নিজে আলাপ-আলোচনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন এবং ত্রিশ দিনের মধ্যে একটি সন্তোষজনক মীমাংসায় উপনীত হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। জেনেভায় সম্মেলন বসল এবং ২০শে জুলাই জেনেভা চুক্তি আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন হয়। জেনেভা সম্মেলনে ভিয়েতমিন পক্ষ সামরিক বিজয় সত্ত্বেও নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করে। কমিউনিস্ট চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ভিয়েতমিন-এর ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিল। প্রসঙ্গত বলা যায়, স্টালিনের মৃত্যুর পর নতুন সোভিয়েত নেতৃত্ব আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের পক্ষপাতী ছিল এবং জেনেভা সম্মেলনে সেই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন পড়েছিল। ভিয়েতমিন পক্ষ অবশ্য আর একটি দিক বিবেচনা করেছিল। শান্তি চুক্তির মাধ্যমে উত্তর ভিয়েতনামে কমিউনিস্ট শাসন প্রবর্তিত হওয়ায় ভিয়েতনামের বিযুক্তি সাধিত হ'লেও ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে নির্বাচনের শর্ত রূপায়িত হ'লে সমগ্র ভিয়েতনামে ক্ষমতা লাভ সুনিশ্চিত হবে এই ধারণার ভিত্তিতে ভিয়েতমিন শান্তি প্রস্তাব মেনে নেয়। সোভিয়েত নেতারা এই ধারণা করেছিলেন যে জেনেভা চুক্তি অনুসারে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্থানীয় শক্তিসাম্য ভিয়েতনামের অনুকূলে আসবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্য কোন পাশ্চাত্য দেশ এখানে সৈন্য রাখতে পারবে না—এবং এর ফলে তাদের পক্ষে এখানে প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হবে না। সোভিয়েত রাজনীতিবিদ্‌দের ধারণা হয়েছিল যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে নিরপেক্ষ বলয় হিসাবে রাখা সম্ভব হবে এবং সমগ্র অঞ্চলটিকে বাইরের সামরিক জোট থেকে মুক্ত রাখা যাবে।

জেনেভা সম্মেলনে যুদ্ধ স্থগিতকরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং ঐ চুক্তি শুধু ভিয়েতনাম নয় সমগ্র ইন্দো-চীন উপদ্বীপে শান্তিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করে। জেনেভা চুক্তির শর্তগুলি ছিল নিম্নরূপ—(১) ১৭ ডিগ্রী রেখার ভিত্তিতে একটি অস্থায়ী সামরিক সীমারেখা নির্ধারিত হ'ল। ভিয়েতমিন বাহিনী ঐ রেখার উত্তরে ও ফরাসী বাহিনী ঐ রেখার দক্ষিণে অবস্থান করবে। উত্তর ভিয়েতনামে হো-চি-মিনের নেতৃত্বে ভিয়েতনাম গণতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক (DRV) সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে—অন্যদিকে ন্ দিন দিয়েম -এর পরিচালনাধীনে দক্ষিণ ভিয়েতনামে একটি অ-কমিউনিস্ট সরকার বহাল থাকবে। (২) উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামে কোন বিদেশী সৈন্যের অবস্থান থাকবে না। (৩) শান্তিপূর্ণভাবে দুই ভিয়েতনামের রাজনৈতিক ঐক্য সাধনের জন্য দু'বছর বাদে একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং এই নির্বাচন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নেতৃত্বে গঠিত একটি তদারকি কমিশন কর্তৃক পরিচালিত হবে। এই উদ্দেশ্যে ভারত, পোল্যাণ্ড ও কানাডাকে নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশন গঠিত হ'ল। ভারত এই কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হ'ল। (৪) লাওস ও কাম্বোডিয়া থেকে ফরাসী ও ভিয়েতমিন বাহিনী অপসারিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'ল এবং ফরাসী শাসনের অবসান ঘটিয়ে পূর্বতন রাজতন্ত্র ক্ষমতাসীন হ'ল।

জেনেভা সম্মেলন শুধুমাত্র ভিয়েতনাম সমস্যার ক্ষেত্রেই নয়, আন্তর্জাতিক রাজনীতির দিক থেকেও উল্লেখযোগ্য দিকচিহ্ন নামে পরিচিত। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের ভিয়েনা কংগ্রেসের মত ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের জেনেভা সম্মেলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির স্বার্থ উপেক্ষা করে নি, একটি অবাধ, ন্যায়সঙ্গত ও সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, জেনেভা সম্মেলনের মধ্য দিয়ে ভিয়েতনামে দীর্ঘ ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান ঘটল। লাওস ও কাম্বোডিয়াও সাম্রাজ্যবাদী শাসন থেকে মুক্তিলাভ করে। তৃতীয়ত, এই সম্মেলনে সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন ও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির ভূমিকা ছিল নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। বিশ্বশান্তি রক্ষায় ও পারস্পরিক বোঝাপড়া প্রতিষ্ঠায় ভারত ও এশিয়ার নিরপেক্ষ দেশগুলি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল।

মার্কিন অনুপ্রবেশের সূচনা ঃ ভিয়েতনাম সংকটের দ্বিতীয় পর্যায় ঃ ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের জেনেভা সম্মেলন শান্তিপূর্ণভাবে ভিয়েতনাম সংকটের সমাধান করতে পারে নি। বস্তুতপক্ষে জেনেভা সম্মেলন ভিয়েতনাম সমস্যার একটি অধ্যায়ের অবসান ঘটায় এবং অপর একটি অধ্যায়ের সূচনা করে। এর কারণ হ'ল জেনেভা চুক্তির নির্দেশিত শর্তাবলীর রূপায়ণ সম্ভব হয় নি। যদিও বলা হয়েছিল ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ভিয়েতনামে জাতিপুঞ্জের তদারকি কমিশনের তত্ত্বাবধানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে—কিন্তু এই প্রত্যাশা অপূর্ণ থেকে যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্ররোচনায় দক্ষিণ ভিয়েতনামের সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠানের কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা করে নি। জেনেভা সম্মেলনের অব্যবহিত পর থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জেনেভা সম্মেলনের সিদ্ধান্তের সম্মুখে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে উদ্যত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দু'টি উদ্দেশ্য সামনে রেখে এগোতে থাকে। একদিকে জেনেভা চুক্তির বাধ্যবাধকতা থেকে নিজেকে আইনগত ভাবে মুক্ত রাখা এবং অন্যদিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সাম্যবাদের প্রসার প্রতিরোধের জন্য বেষ্টনী নীতিকে বলবৎ করা—এই দু'টি মার্কিন নীতির লক্ষ্য ছিল। এই দু'টি লক্ষ্য পূরণের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করল। প্রথমত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ ভিয়েতনামে তার মদতপুষ্ট রোমান ক্যাথলিক ন্ দিন দিয়েম (Ngo Dinh Diem) কে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে এবং দিয়েম নিজেকে ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি রূপে ঘোষণা করলেন। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে দিয়েম জানালেন যে দক্ষিণ ভিয়েতনাম যেহেতু জেনেভা চুক্তির স্বাক্ষরকারী নয়—স্বভাবতই ঐ চুক্তি রূপায়ণে তার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। সুতরাং ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে জেনেভা চুক্তিতে নির্দিষ্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা সম্ভব হ'ল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও অনুরূপ যুক্তি দেখায় এবং দিয়েম সরকারকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি জানায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দিয়েম সরকারকে প্রচুর পরিমাণে অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য দিয়ে পরিপুষ্ট করে তুলতে লাগল। এইভাবে ১৭ ডিগ্রী রেখায় ভিয়েতনাম রাজনৈতিক দিক থেকে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ল। দক্ষিণ ভিয়েতনামে পঞ্চাশের দশকের শেষে ৬৮৫ জন সামরিক উপদেষ্টা উপস্থিত হয় এবং দিয়েম সরকারের কাছে বার্ষিক ৩০০ মিলিয়ন ডলার মার্কিন অনুদান আসতে লাগল। এইভাবে সায়গনে সাম্যবাদী উত্তর ভিয়েতনামের প্রতিপক্ষ বিকল্প শক্তিকেন্দ্র স্থাপন করল। দ্বিতীয়ত, শুধুমাত্র দক্ষিণ ভিয়েতনামে অনুগত সরকার উপস্থাপিত করেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্ষান্ত রইল না। সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সাম্যবাদকে প্রতিহত করার জন্য এক বৃহত্তর রণকৌশল গ্রহণ করল। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব জন ফস্টার ডালেস 'প্রচণ্ড প্রতিরোধ' (massive retaliation) নীতির কথা ঘোষণা করলেন। এই নীতির মর্মকথা হ'ল সমগ্র ইন্দো-চীন উপদ্বীপে কমিউনিস্ট তৎপরতার বিরুদ্ধে যৌথ সামরিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এই ঘোষণার ভিত্তিতে জেনেভা চুক্তির দেড় মাসের মধ্যেই ৮ই সেপ্টেম্বর ম্যানিলায় মার্কিন উদ্যোগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি সংস্থা (SEATO) গঠিত হ'ল। ম্যানিলা চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র হ'ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, থাইল্যাণ্ড, ফিলিপাইনস্ ও পাকিস্তান। চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রগুলি এই মর্মে ঘোষণা করল যে কাম্বোডিয়া, লাওস ও ভিয়েতনামের স্বাধীন ভূখণ্ড সিয়াটো প্রতিরক্ষার ব্যবস্থার আওতায় থাকবে।

মার্কিন অনুগত সরকার প্রতিষ্ঠা

সিয়াটো গঠন

সিয়াটো ন্যাটোর মত একটি আঞ্চলিক সামরিক জোট হ'লেও এর চরিত্রে কয়েকটি বিশেষ দিক লক্ষ্যণীয়। প্রথমত, ন্যাটোর মত এই চুক্তি প্রকৃত অর্থে একটি আঞ্চলিক সংস্থা ছিল না। আতলান্টিক মহাসাগরের সন্নিহিত প্রায় সবকটি রাষ্ট্র ন্যাটোর অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু এখানে

SEATO & NATO - এর মধ্যে পার্থক্য :-

থাইল্যাণ্ড, ফিলিপাইনস ও পাকিস্তান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্তর্গত ছিল—অন্যরা ছিল অন্য মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত। বস্তুতপক্ষে ভারত, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলি এই আঞ্চলিক জোটের সদস্যপদ গ্রহণ করে নি। অধ্যাপক জন স্পেনিয়ার সিয়াটোর এই স্ববিরোধী চরিত্র সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন "SEATO was mainly a non-Asian alliance for the defence of an Asian area, a weakness that was to plague the alliance" (স্পেনিয়ার, তদেব, পৃঃ ৯৩)। দ্বিতীয়ত, সিয়াটোর সদস্য রাষ্ট্রদের দৃষ্টিভঙ্গী সমধর্মীয় ছিল না। ন্যাটোর সদস্য রাষ্ট্রগুলি সকলেই ইওরোপীয় মহাদেশে সোভিয়েত আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য যৌথ নিরাপত্তার উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল, কিন্তু এই চুক্তিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাম্যবাদ প্রতিরোধের হাতিয়ারে পরিণত করতে চেয়েছিল। ফ্রান্স যৌথ অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের পক্ষপাতী ছিল, ইংল্যাণ্ড দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তার স্বার্থ সংরক্ষণ করতে আগ্রহী ছিল। পাকিস্তান সাম্যবাদ প্রতিরোধ অপেক্ষা ভারত-বিরোধী কার্যকলাপে আকৃষ্ট হয়েছিল। ভারত সরকার সিয়াটো গঠনের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করেছিল। ভারতের মতে সিয়াটো গঠনের ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নিরাপত্তার অভাব বৃদ্ধি পেল এবং ঠাণ্ডা যুদ্ধের পরিধি বিস্তৃত হ'ল। তৃতীয়ত, সিয়াটো চুক্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বৈত ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। সিয়াটো সদস্য রূপে যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার দায়বদ্ধতা প্রতিপালনের অঙ্গীকার করেছিল অন্যদিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নিরাপত্তা রক্ষার চেয়ে দূর-প্রাচ্যে চীনকে প্রতিহত করার তার বেশী আগ্রহ ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দায়িত্ব পালনে নিজ স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখতে চেয়েছিল। সেইজন্যই বোধ করি ন্যাটোর মত সিয়াটোর কোন নিজস্ব সমর বাহিনী ছিল না। নৌ ও বিমান শক্তির ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান অংশ থাকলেও স্থলবাহিনীর ক্ষেত্রে বলা হ'ল প্রয়োজন দেখা দিলে সদস্য রাষ্ট্রবর্গ যৌথবাহিনী গঠন করবে। পরিশেষে বলা যায়, ন্যাটো ছিল সম্ভাব্য সোভিয়েত আক্রমণের বিরুদ্ধে একটি প্রতিরোধমূলক সংস্থা, কিন্তু সিয়াটো জন্মলগ্ন থেকেই লাওস, কাম্বোডিয়া ও ভিয়েতনামে যুদ্ধজনিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হ'তে হয়। এছাড়া লাওসের যুদ্ধ বা ভিয়েতনামের যুদ্ধ কোন চিরায়ত যুদ্ধ ছিল না, এগুলি ছিল অন্তর্দেশীয় গৃহযুদ্ধ এবং দীর্ঘসূত্রী গেরিলা যুদ্ধ।

শীঘ্রই দক্ষিণ ভিয়েতনামে একটি অস্থির পরিস্থিতি উদ্ভূত হয়। দক্ষিণ ভিয়েতনামের দিয়েম সরকার কর্তৃক নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিরোধিতা উত্তর ভিয়েতনামের সাম্যবাদী সরকারকে ক্ষুব্ধ করে। এদিকে দক্ষিণ ভিয়েতনামে হাজার হাজার ভিয়েতমিন গেরিলা সেনা থেকে গেছিল। নির্বাচন বাতিল হওয়ায় এই সব গেরিলা সেনা সায়গন সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষিপ্ত ভাবে সশস্ত্র কার্যকলাপ শুরু করে। ইতিমধ্যে দিয়েম সরকারের দুর্নীতি ও জনবিরোধী নীতি জনমানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। শুধু সাম্যবাদের অনুগামীরা নয়, অ-কমিউনিস্ট বিভিন্ন স্তরের জনগোষ্ঠী সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর দক্ষিণ ভিয়েতনামে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট (National Liberation Front) গঠিত হয়। এই ফ্রন্ট দশ-দফা কর্মসূচী গ্রহণ করে। দিয়েম শাসনের অবসান ও মার্কিন সামরিক পরামর্শদাতাদের অপসারণ এই কর্মসূচীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল। উত্তর ভিয়েতনামের সরকার এই মুক্তিফ্রন্টকে সমর্থন ও সহযোগিতার সিদ্ধান্ত নেয়। দিয়েম দক্ষিণ ভিয়েতনামের মুক্তি সেনাকে ভিয়েত কং (Viet Cong) বা 'ভিয়েতনামী কমিউনিস্ট' বলে আখ্যা দেয়। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে ভিয়েতনাম কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় সম্মেলনে দু'টি বৈপ্লবিক রণকৌশল গৃহীত হয়। উত্তরে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার রূপায়ণ ও দক্ষিণে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যপূরণ।

১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠনের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনাম সংকটে ক্রমশ বেশীমাত্রায় সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে রাষ্ট্রপতি আইজেনহাওয়ার দক্ষিণ ভিয়েতনামে

পরামর্শদাতার ছদ্মবেশে মার্কিন সামরিক উপদেষ্টা পাঠিয়ে পরোক্ষভাবে হস্তক্ষেপ নীতি গ্রহণ করেন। এরপর ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন বিমান বাহিনী ভিয়েত কং বাহিনীর অগ্রগতি প্রতিহত করার জন্য দক্ষিণ ভিয়েতনাম বাহিনীর সঙ্গে যৌথ ভাবে আক্রমণ শুরু করে। ইতিমধ্যে দক্ষিণ ভিয়েতনামে দিয়েম সরকারের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠায় ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বরে এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দিয়েম সরকারের পতন ঘটানো হয়। এরপর জেনারেলদের হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত হয়। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে জেনারেল নগুয়েন ভ্যান থিউ দক্ষিণ ভিয়েতনামের ভাগ্যনিয়ন্ত্রকে পরিণত হয়। ইতিমধ্যে দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্কিন পরামর্শদাতাদের সংখ্যা ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে ৯০০ থেকে ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ১৬,৫০০তে বৃদ্ধি পায়। আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ ক্রমিক হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে মার্কিন হস্তক্ষেপ পরোক্ষ চরিত্র থেকে প্রত্যক্ষ স্তরে উন্নীত হয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট লিণ্ডন জনসন ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে উত্তর ভিয়েতনামের ওপর বিমান আক্রমণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। অন্যদিকে ভিয়েত কংদের আক্রমণের মাত্রা প্রবল আকার ধারণ করে। ভিয়েতনামে মার্কিন স্থলবাহিনীর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন সৈন্যের সংখ্যা ছিল ১,৮৪,০০০। ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৫,৪২,০০০। কিন্তু মার্কিন হস্তক্ষেপ চরমে উঠলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এক অস্বস্তিজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী (ভিয়েতনামের নববর্ষের দিন) ভিয়েত কং বাহিনী ও উত্তর ভিয়েতনামের সেনা যৌথভাবে সায়গন সমেত দক্ষিণ ভিয়েতনামের ৪৪টি প্রাদেশিক রাজধানীর ওপর একই সঙ্গে আক্রমণ চালায়।

(5) সত্তরের দশকের প্রথমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আগ্রাসী মনোভাব ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। প্যারিসে শান্তি আলোচনার পর ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী যুদ্ধবিরতির চুক্তি সম্পাদিত হয়। ঐ চুক্তি অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে সৈন্য ও সামরিক পরামর্শদাতা প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হ'ল। ইতিমধ্যে দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রায় সমস্ত অংশ জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের দখলে আসে। ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলে দক্ষিণ ভিয়েতনামের জেনারেল ভ্যান মিন সায়গনে জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের কাছে আত্মসমর্পণ করেন।

এইভাবে ভিয়েতনামে মার্কিন হস্তক্ষেপ নীতির বিয়োগান্তক পরিসমাপ্তি ঘটে। ভিয়েতনাম যুদ্ধে প্রায় বিশ লক্ষ লোকের জীবন হানি হয়। এই যুদ্ধ ৫৮,০০০ মার্কিন সেনা হত হয়। মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১৫০ বিলিয়ন ডলার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানির ওপর যত বোমা বর্ষণ করা হয়েছিল তার তিন গুণের বেশী বোমা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামে ফেলেছিল।

(6) ভিয়েতনামে মার্কিন হস্তক্ষেপের মূল কারণ ছিল রাজনৈতিক। কমিউনিস্ট নেতৃত্বাধীন উত্তর ভিয়েতনাম ও অ-কমিউনিস্ট দক্ষিণ ভিয়েতনামের মধ্যে বিভাজনকারী ১৭ ডিগ্রী অক্ষরেখাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাম্যবাদ ও মুক্ত বিশ্বের মধ্যে বিভাজন রেখারূপে মনে করেছিল। কোরিয়ার ক্ষেত্রেও অনুরূপ ধারণার বশবর্তী হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এক নিঃস্ফল যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। কোরিয়ার মত ভিয়েতনামও ছিল মার্কিন ভূখণ্ড থেকে বহু দূরে অবস্থিত এবং শত্রু রাষ্ট্রের সীমান্ত সংলগ্ন ("Like Korea, the Vietnam war was fought at a great distance from the centre")। ভিয়েতনামে মার্কিন নীতি ছিল স্ববিরোধী ও ভ্রান্ত। সাম্যবাদকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে সংকটের জালে আবদ্ধ হয়, তা প্রকারান্তরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাবমূর্তি মলিন করেছিল এবং সাম্যবাদ-বিরোধী বেষ্টনী নীতির কার্যকারিতা ক্ষুণ্ন করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিয়েতনাম নীতির আর একটি ভ্রান্তি হ'ল যে হো-চি-মিন ও তাঁর অনুগামীদের সাম্যবাদী চীনের অন্ধ সমর্থক বলে ধরা হয়। মার্কিন

জন স্পেনিয়ার → "American Foreign Policy since World War II".

বিশেষজ্ঞরা মনে করেছিলেন যে হো-চি-মিন মা-সে-তুং-এর গেরিলা যুদ্ধের কলাকৌশল অনুসরণ করে দক্ষিণ ভিয়েতনামে অ-কমিউনিস্ট সরকারকে উৎখাত করতে বদ্ধপরিকর। এই প্রচেষ্টা যদি সফল হয় তাহ'লে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্বত্র মার্কিন প্রভাব খর্ব হবে। এছাড়া ভিয়েতনামে সাম্যবাদ জয়যুক্ত হ'লে এশিয়ার রাজনীতিতে চীনের প্রভাব অপ্রতিরোধ্য হয়ে পড়বে। অধ্যাপক জন স্পেনিয়ার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই ধারণাকে ভ্রান্তিপূর্ণ বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোঝা উচিত ছিল যে ভিয়েতনাম চীনের আজ্ঞাবহ অনুগামী রাষ্ট্র নয়। এছাড়া ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে একদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে চীনের মতবিরোধ তুঙ্গে উঠেছিল এবং চীনের অভ্যন্তরেও ব্যাপক গোলযোগ সৃষ্টি হয়েছিল—তাই কোরিয়া যুদ্ধের মত ভিয়েতনামে চীনের পক্ষে হস্তক্ষেপ নীতি গ্রহণ করা অসম্ভব ছিল। ডঃ স্পেনিয়ার মনে করেন যে যদি সত্যসত্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাম্যবাদের প্রসার প্রতিহত করতে আগ্রহী ছিল, তাহ'লে দক্ষিণ ভিয়েতনামে সাম্যবাদী শাসন প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করা উচিত ছিল, কেননা ঐক্যবদ্ধ ভিয়েতনাম দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চীনের প্রধান প্রতিপক্ষ হয়ে উঠত। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি উত্তর ভিয়েতনামকে চীনের দিকে ঠেলে দেয়। অধ্যাপক ডেভিড হরোউইজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিয়েতনাম নীতিকে 'নেতিবাচক' বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে, "This negative United States' course was of considerable significance particularly because of the Geneva Agreement seem to offer hope of a genuine effort of an international Detente."

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে গঠিত জোট সমূহ →

1) NATO → 'North Atlantic Treaty Organization'
1949, 4th April.

2) ANZUS → 'The Australia, New Zealand & United States Security Treaty'.
1951.

3) SEATO → 'South-East Asia Treaty Organization'. 1954.

4) CENTO → 'Central Treaty Organization'.
1955.

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর দক্ষিণপূর্ব-এশিয়া